সংবাদ

019

তারিখ ... ... ৪।৩।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ... ১২ কলাম ... ১ ...

বিভিন্ন স্থানে পাঠ্য বইয়ের সংকট

শিক্ষাবর্ষে দু'মাস পার হয়ে যাওয়ার পরেও বিভিন্নস্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যবই পৌঁছেনি। বইয়ের দোকান গুলোতেও বোর্ডের বই নেই এবং পাওয়া গেলেও তা চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণ ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। চলতি শিক্ষা বছরের প্রায় দু'মাস পার হতে চললো, বিনামূল্যের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরকারী বই এখনো ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছেনি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস জানান, এ পর্যন্ত জেলার চারটি উপজেলা শৈলকুপা, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুরে প্রথম শ্রেণীর ২৫ হাজার সেট (বাংলা গণিত) ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৪ হাজার সেট (বাংলা ও গণিত) বই ইতিমধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু বিতরণকৃত ১ম ও ২য় শ্রেণীর এই বই-এ ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদার মাত্র ৫৫ শতাংশ পূরণ হয়েছে। বাকী ৪৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী ১ম ও ২য় শ্রেণীর বই এখনো পায়নি। চতুর্থ শ্রেণীর ৭ হাজার সেট বই পাওয়া গেছে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কোন বই না পাওয়া যাওয়ায় আর্থিক কারণে চতুর্থ শ্রেণীর বইও অদ্যাবধি উপজেলাগুলোতে পাঠানো হয়নি। উক্ত সূত্র আরো জানান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে বার বার তাগিদ দেওয়া সত্বেও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা তাঁদের স্ব স্ব উপজেলার বইয়ের চাহিদা রিপোর্ট দাখিল করেননি। ফলে গত বছরের দাখিলকৃত চাহিদা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই সরকারী বিনামূল্যের বইয়ের সরবরাহ আসছে যা বর্তমান বছরের বর্ধিত চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে।

অন্যদিকে খোলাবাজারে বিভিন্ন বইয়ের দোকানে অত্যন্ত চড়াদামে বোর্ডের বই বিক্রি হচ্ছে। পুরো সেট এবং নোট বই ছাড়া বই বিক্রেতারা বই বিক্রি করছে না। তবে জেলার সর্বত্রই বোর্ডের বইয়ের সংকট রয়েছে।

ঘোড়াশাল

ঘোড়াশাল (নরসিংদী) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, এ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যবই বিতরণ করতে পারেনি। ফলে বইয়ের অভাবে পলাশ উপজেলার ৪৫টি সরকারী এবং ৮টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় চৌদ্দ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ পর্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কিছু সংখ্যক অংক বই পাওয়া গেছে। ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কোন বই এ নাগাদ পৌঁছে নি। বাকী বই কবে পাওয়া যেতে পারে তা তারা বলতে পারেন না।

রাজবাড়ী

রাজবাড়ী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর নতুন পাঠ্যবই সরবরাহ না করায় রাজবাড়ী জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে বাজারের পুস্তক ব্যবসায়ীগণ গত বছরের পুরোনো বই উচ্চমূল্যে বিক্রি করছে। কবে নাগাদ উক্ত শ্রেণীর জন্য বই সরবরাহ করা হবে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সঠিক কিছুই বলতে পারছেন না।

সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, এ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্য বই এখনো পৌঁছেনি। ফলে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি সংখ্যা কমে গেছে।

স্থানীয় বইয়ের দোকানে বোর্ডের বইয়ের সংকট দেখা দিয়েছে। কোন কোন দোকানে বই পাওয়া গেলেও তা চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৭টি উপজেলায় চাহিদার তুলনায় বই কম সরবরাহ করায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে না। এদিকে জানুয়ারী থেকে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু হয়েছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বই বিতরণ না করায় তাদের লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্ন ঘটছে।

কোন কোন উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর কোন বই সরবরাহ করা হয়নি। এছাড়া ৪র্থ শ্রেণীর অঙ্ক ও ইংরেজী বইও সরবরাহ করা হয়নি।

কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, এ জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্য বই পৌঁছেনি। কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করছে না।